

চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা



সূর্যস্নান

ঃ রূপায়ণে ঃ

॥ তৃপ্তি মিত্র ॥ লিলি চক্রবর্তী ॥ অপর্ণা দেবী ॥ মিতা চ্যাটার্জী ॥ সীতা মুখার্জী ॥ আরতি মৈত্র ॥ শঙ্কু মিত্র ॥
॥ সবিত্রত দত্ত (এঃ) ॥ ছবি বিশ্বাস ॥ পাহাড়ী সান্যাল ॥ অমর গান্ধুলী (এঃ) ॥
॥ তুলসী চক্রবর্তী ॥ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ॥ বটু গুপ্ত (এঃ) ॥ বলাই দত্ত (এঃ) ॥
॥ অনিল বানার্জী ॥ তিমিরবরণ সেন ॥ শৌভিক কুমার (এঃ) ॥ প্রভাত বসু (এঃ) ॥

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

সনৎকুমার মৈত্র ঃ নেপাল দত্ত ঃ মৃগাল দত্ত ঃ প্রভাত বসু ঃ মোকাম্বো
আনন্দবাজার প্রাইভেট লিঃ ঃ ইন্ডিয়ান রিভার ট্রান্সপোর্ট কোঃ প্রাঃ লিঃ

ঃ নেপথ্য সংগীতারোপে ঃঃ

রিণি চৌধুরী (একক)

সমবেত সংগীত ঃ 'সাজ ও আওয়াজ'

কাহিনীর



সারাংশ

জয়ন্ত, বাসন্তী, শকুন্তলা আর প্রকাশ। এই চারজনকে কেন্দ্র করেই এই গল্প।

জয়ন্ত—ধনীর পুত্র, ব্যারিস্টার।

বাসন্তী—প্রকাশদের বস্তির ভাড়াটে হাবুল সরকারের মেয়ে। গরীব।

শকুন্তলা—ধনী জগদীশ বাবুর মেয়ে।

প্রকাশ—জয়ন্তর ছোটবেলার বন্ধু। অ্যাড্‌ভোকেট।

দুই সংসারে অনেকদিন থেকে একটা কথা ছিল যে জয়ন্ত ও শকুন্তলার বিয়ে দেওয়া হবে। হঠাৎ একটা ভুল খবর এসে পৌঁছায় যে শকুন্তলা বোম্বে থেকে এক ইটালীয়ান সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। জয়ন্তের বিশ্বাসের মূলে এমন আঘাত লাগে যে

সে মুষ্ড়ে পড়ে।

সেই সময়ে একদিন রুষ্টির মধ্যে জয়ন্ত বাসন্তীকে দেখতে পায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে। বাসন্তীকে সে ছোট থেকে চিনতো। তাই তাকে ডাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবে বলে। এরকম গাড়ীতে বাসন্তী কখনো চড়েনি। তার কথা শুনে জয়ন্তর দয়া হয়। সে তাকে গাড়ীতে ক'রে একটু বেড়িয়ে আনতে যায়। বেড়াতে বেড়াতে তারা কলকাতার বাইরে চলে যায়। সেইখানে হঠাৎ গাড়ীটা খারাপ হয়ে যায়। গাড়ী ঠিক ক'রে বাড়ী ফিরতে রাত অনেক বেড়ে যায়। বাসন্তীর বাবা বাসন্তীকে বাড়ী ঢুকতে দেয় না। তখন রুষ্টি পড়ছে, অল্প কোথায় ব্যবস্থা না করতে পেরে জয়ন্ত তাকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে।

সেই এলোমেলো বড় আর মুশলধারে রুষ্টির মধ্যে কী যেন ঘটে গেল—

পরদিন সকালে প্রকাশকে ডেকে জয়ন্ত বলে—‘বাসন্তীকে একটা মেয়েদের হোস্টেলে রাখো, লেখাপড়া শেখানোর বন্দোবস্ত করো। আমি ওকে বিয়ে করবো।’ প্রকাশ অবাচ্য হয়ে যায়। বিরত করতে চায় বন্ধু কে। কিন্তু জয়ন্ত বলে—‘ওকে যে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল সে তো আমার দোষে। এটা আমার দায়িত্ব, এবং এটা পালন করবোই।’

প্রকাশ বাসন্তীকে নিয়ে যায় হোস্টেলে। ওদিকে তখন জয়ন্তর কাছে খবর আসে যে শকুন্তলা কারোর সঙ্গে পালায় নি, সেটা ভুল খবর। পালিয়েছে একটি পাঞ্জাবী মেয়ে। তার নামও শকুন্তলা।

জয়ন্ত প্রশ্নপণ চেষ্টা করে শকুন্তলাকে এড়িয়ে চলতে। ওদিকে বাসন্তীর সঙ্গেও দেখা করতে যেতে পারে না। প্রকাশই তার সঙ্গে দেখা করে, সংযোগ রাখে। একদিন জোর ক'রে নিজেকে সংযত ক'রে জয়ন্ত গেল বাসন্তীর হোস্টেলে। কিন্তু বাসন্তী মোটেই তার সঙ্গে সহজ হ'তে পারলো না। কারণ, সেও তো ভালো ক'রে জানে যে জয়ন্ত কেবলমাত্র কর্তব্যের অনুরোধেই তাকে বিয়ে করবে বলেছে। এর মধ্যে কোনও পক্ষের কোনও ভালবাসার কথা নেই। এই অব্যবস্থিত অবস্থা জয়ন্ত আর সহ্য করতে পারে না, এমন সময়ে একদিন প্রকাশ এসে বলে—‘জয়ন্ত, তুমি তো বাসন্তীকে ভালবাসো না, কেবল কর্তব্যের অনুরোধে তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তুমি তাকে মুক্তি দাও। আমি তাকে ভালবাসি, সেও আমাকে ভালবাসে।’

জয়ন্তর কাছে এর চেয়ে সুখের সমাধান আর কিছু হ'তে পারে না। সকলের কাছেই সমাধানটা সুখের হোল। জয়ন্ত নিকটক মনে শকুন্তলার কাছে গিয়ে পৌঁছল। তাদের বিয়ের কথা পাকা হোল।

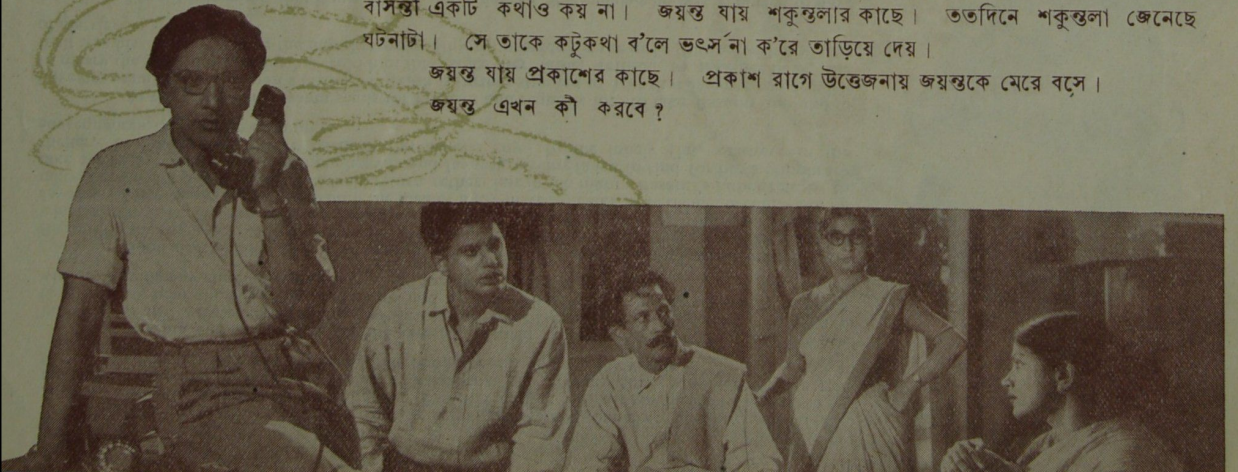
বাসন্তী প্রকাশের বিয়ের কথাও পাকা। তখন হঠাৎ একদিন ডাক্তারের কাছে গিয়ে বাসন্তী আবিষ্কার করে সে অন্তঃসত্ত্বা। —সেই এক উন্নত চূর্যোগপূর্ণ রাত্রের একটি ভুল যেন আজ শমনের অনুচরের মতো অটহেসে জীবনের দ্বারে এসে হানা দিয়েছে। প্রকাশ বিয়ের জুজু তৈরী হয়ে এসে শূণ্যকক্ষে ডাকে বাসন্তীকে। বাসন্তী নেই। বাসন্তী তার মায়ের কাছে পালিয়ে যায়, সেইখানে সঙ্গোপনে তার সন্তান জন্মায়। সেইখানে আকস্মিক এক অপঘাতে সেই দিনই সে সন্তানের মৃত্যুও হয়। বাসন্তী তাকে রাত্রের অন্ধকারে দূরে ফেলে দিয়ে আসে।

এক প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে বাসন্তীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মামলা ওঠে জয়ন্ত'র এজলাসে। জয়ন্ত তখন জজ।

মামলায় প্রমাণ হয় বাসন্তী যেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই নিজের সন্তানকে হত্যা করেছে। বাসন্তী একটি কথাও কয় না। জয়ন্ত যায় শকুন্তলার কাছে। ততদিনে শকুন্তলা জেনেছে ঘটনাটা। সে তাকে কটুকথা ব'লে ভৎস'না ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

জয়ন্ত যায় প্রকাশের কাছে। প্রকাশ রাগে উত্তেজনা জয়ন্তকে মেরে বসে।

জয়ন্ত এখন কী করবে ?



The story is woven round four principal characters, namely : Jayanta, son of Mr. Justice Sen and a barrister-at-law himself, Basanti : daughter of Habla Sarkar, a tenant of the tenement belonging to Prakash's father, Shakuntala, the accomplished daughter of her rich father, Mr. Jagadish Roy and Prakash, a boyhood pal of Jayanta, an advocate

Jayanta and Shakuntala had the consent of their respective parents to marry. While both the families were eagerly looking forward to the day of celebration, they were shocked and bewildered to hear the news that Shakuntala had eloped with an Italian youngman and disappeared without leaving any clue. Deeply shocked at the news, Jayanta breaks down.

Soon after, while driving alone on one monsoon evening, Jayanta accidentally meets Basanti on the roadside, waiting for the rains to subside. Jayanta sportingly offers the girl a lift which she accepts. Jayanta was no stranger to Basanti, having known her since she was a kid. Jayanta takes pity on the girl to whom the idea of a joy-drive was like a cherished dream. So, he takes her out for a long spin. On their return rather late in the night, Basanti's father refuses to take her back. As it was still raining heavily and Jayanta, having failed to find for her a temporary shelter, he brings her to her bachelor-flat in the city. In the lonely flat, unaware of the consequences, they fell for each other.

At the day-break Jayanta sends for Prakash and requests him to take Basanti out and to have her admitted in a woman's hostel. Prakash is further stunned to hear that Jayanta has decided to marry the girl. Jayanta further told him that since her father refused to take her back, the fault was his. He must take the moral responsibility to provide for the girl's future with a pledge of marriage.

Then it transpires, that it was not Jayanta's fiancée Shakuntala who was reported to have eloped but her namesake, a Punjabi girl.

Jayanti tries his best to avoid the company of Shakuntala. He also avoids Basanti. Prakash alone maintains the link. At a cooler moment and with an easier frame of mind, Jayanta calls on Basanti, but finds her cold and indifferent. Because, the poor girl realises that there was no love between them. It was an act of grace on Jayanta's part prompted by a sense of duty. Prakash too, realising the true position, takes up the issue with Jayanta. He assures Jayanta that freed Basanti will be accepted by him as his bride. They loved each other. Jayanta feels relieved and free. With the problem solved, Jayanta goes to Shakuntala. Their marriage is finally fixed.

Just before the wedding of Prakash and Basanti, it transpired on medical examination that Basanti was carrying.

Prakash runs to Basanti, ready for the nuptial ; but finds her missing from the hostel.



Basanti gives birth to a baby, on reaching her mother's place. Due to an unforeseen accident the baby dies. In the dark night Basanti goes out with the dead child and throws away the body. The Police arrests Basanti on the complaint lodged by a neighbour.

Her trial takes place at the High Court Session where Jayanta, now a judge is assigned to try the case.

Basanti hears the verdict. She is guilty of homicide. She refuses to say a word in self defense.

Jayanta runs to Shakuntala who has by then discovered the truth. She insults Jayanta and turns him out.

Prakash fails to control himself when he finds Jayanta at his door. Excitedly he slaps Jayanta's face.

What then ?

গান



সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহ ॥
দূর করো, মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥
দুঃখের মন্তন বেগে উমিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত ।
তব দীপ্ত রৌদ্রতেজে নিব্বারিয়া গলিবে-যে,
প্রস্তর শুদ্ধলৌহ, ক্ত তাগের প্রবাহ ॥

চলচ্চিত্র প্রযাস-সংস্থার তৃতীয় নিবেদন

সূর্যস্নান

[দুইটি বিদেশী গল্পের অনুপ্রেরণায়]

চলচ্চিত্রায়ণে : দেওজীভাই ॥ সংগীত-পরিচালনা : ভি. বালসারা ॥ পরিচালনা : অজয়কুমার
শব্দানুলেখনে :: অতুল চ্যাটার্জী ও সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ চিত্র-সম্পাদনায় :: মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
দৃশ্য-পরিবহন :: কার্তিক বসু ॥ ব্যবস্থাপনায় :: নিরদবরণ সেন ॥ রূপ-সজ্জায় :: ত্রিলোচন পাল ও দেবীদাস
স্থির-চিত্র :: এড্‌না লরেঞ্জ (পিঃ) লিঃ ॥ পরিচয়-পত্র-লিখনে : সমর গাঙ্গুলী
ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটোরীতে 'ওয়েস্টেকস্' যন্ত্রে শ্যামসুন্দর ঘোষ কর্তৃক শব্দানুমিশ্রিত
শৈলেন ঘোষালের নির্দেশনায় ইউনাইটেড সিনে লেবরেটোরীজ-এ চিত্র পরিষ্ফুটিত
প্রচার-সজ্জা-পরিবেশনায় : এস-বি-কনসার্ন ॥ শিল্পী : কালী কর
ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে ও টেকনিশিয়ান ষ্টুডিওতে চিত্র গৃহীত

• আর-সি-এ শব্দ যন্ত্রে বাণীবন্ধ •

সহকারীগণ

পরিচালনায় : সমর চক্রবর্তী, শক্তি বোষাল ও দয়াল সিংহ রায় ॥ চিত্রনাট্য : কালীপ্রসাদ ঘোষ ও বলাই গুপ্ত ॥ চিত্র-শিল্পে : দিবেন্দু ঘোষ,
বলু লাডিয়া, ননীগোপাল ॥ চিত্র-সম্পাদনায় : দেবী চক্রবর্তী ॥ শিল্প-নির্দেশে : অনিল কুমার দত্ত ॥ ব্যবস্থাপনায় : গণেশ চন্দ্র গুহ ॥
রূপসজ্জায় : গীতাহরণ সাহা ॥ সাজসজ্জা : বিধনাথ দাস ॥ সংগীত পরিচালনা : চিত্ত মথার্জি ও রবীন সরকার ॥

একমাত্র পরিবেশক :: শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স

৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১৩

শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স এর প্রচার বিভাগ হইতে স্মারক সাহায্য কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ॥ মুদ্রণ-শিল্পে জুবিলী প্রেস : কলিকাতা-১৩ ॥ অলঙ্করণে : শিল্পী কালী কর ॥